যুগান্তর

13 JAN 20 3

তারিখ 13 JAN 20 3
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জাবি দিবসে নবীন প্রবীণের মিলনমেলা

জাহিদুর রহমান খান, *জাবি থেকে*

গতকাল রোববার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় পরিণত হয়েছিল নবীন, প্রবীণের অনন্য মিলন ক্ষেত্রে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৩তম বর্ষদিন পালন উপলক্ষে বসেছিল এ মিলন আসর। হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে বিশ্ববিদ্যালয় দিবসে ক্যাম্পাসের সর্বত্র ছিল উৎসবের আমেজ। বর্তমান-প্রাক্তনদের পদচারণায় মুখর ছিল গোটা ক্যাম্পাস। বহু বছর পর দূর থেকে আসা অতিথিদের পুরনো বন্ধু-বান্ধবী কাছে পেয়ে জড়িয়ে ধরে কোলাকুলি করতে দেখা গেছে। নিজের প্রিয় হল দেখতে এসে নতুন ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আড্ডায় মশগুল থেকেছেন অনেকে। অনেকে প্রিয়জনের হাত ধরে ক্যাম্পাসের হারানো দিন খুঁজেছেন। সম্পূর্ণ বেসরকারি আয়োজনে গতকাল উদযাপিত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের চিত্র ছিল এ রকম। নাটমাটা আয়োজন থাকলেও আয়োজকদের কাজে কোন রকম আনাড়িপনা ছিল না। বেলা ১১টায় পুরনো কলাভবনে জাতীয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে কর্মসূচি শুরু হয়। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ শিক্ষক অধ্যাপক মফিজউদ্দিন আহমদ কবুতর উড়িয়ে বর্ণাঢ্য র‍্যালির উদ্বোধন করেন। প্লাকার্ড, ব্যানার, ফেস্টুন, টুপি ও রঙবেরঙের সাজে সজ্জিত র‍্যালিটি এক সময় জনসমুদ্রে রূপ নেয়। ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে র‍্যালিটি মুক্তমঞ্চে এসে শেষ হয়। পরে মুক্তমঞ্চে অনুষ্ঠিত আলোচনায় অংশ নেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ও প্রক্তন ছাত্রছাত্রীরা। মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল বাসেত, সাবেক উপ-উপাচার্য অধ্যাপক তারেক ইসলাম, সাবেক কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক শরীফ এনামুল কবীর, অধ্যাপক আতাউর রহমান খান, কলা অনুষদের ডিন সিন্ডিকেট সদস্য অধ্যাপক ড. এনামুল হক খান, অধ্যাপক আফসার আহমদ, অধ্যাপক সুভাষ চন্দ্র দাস, অধ্যাপক মফিজ উদ্দিন আহমদ, অধ্যাপক খন্দকার মুস্তাফিজুর রহমান, শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আমীন মোহাম্মদ আদী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ব্যাচের ছাত্র ও অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক নুরুল হক। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক এটিএম আতিকুর রহমান। বিকালে জাহাঙ্গীরনগর থিয়েটারের উদ্যোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নাটক 'বাজাও পাওজনা' মঞ্চস্থ হয়। নাটকটির নির্দেশনায় ছিলেন সাজেদুল ইসলাম ফাহেমী ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেন সাইফুল ইসলাম।